ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ বিয়ের আগে যে বিষয় মাথায় রাখতে বললেন মালাইকা

পৃঃ 7

রিয়ালে নেই তারকাখ্যাতি, ▶▶ তবু ম্যানসিটির বড় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান রদ্রিগোর

পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০০১ ● কলকাতা ● ১৬ পৌষ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০১ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাংলার মানুষকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

"মা মাটি আর মানুষ নিয়ে বাংলা আছে ভাল, তৃণমূলের হাতেই থাকুক নতুন দিনের আলো।" ২০২৪-এর বিদায় লগ্নে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে বাংলার উন্নয়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পাশাপাশি নতুন বছরে পা দেওয়ার এই মুহূর্তে নতুন করে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা লেখেন, "আমি আমার প্রতিশ্রুতি আবারও স্মরণ করছি, বাংলার মানুষকে আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে সেবা করব, আপনাদের রক্ষা করব এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শগুলিতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব। জয় বাংলা!"এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তায় মমতা লেখেন, "আমরা ২০২৪ সালকে বিদায় জানাচ্ছি।আমাদের শক্তির মূল ভিত্তি, আমাদের মা, মাটি, মানুষের অবিচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা। আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাসই যাবতীয় নিপীড়ন ও শোষণের শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তি যোগায়।"

বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিতে হবে না বিদ্যুতের বিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিতে হবে না বিদ্যুতের বিল। সন্দেশখালির সভা থেকে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে বিজেপির সভায় একথা বলেন তিনি। সঙ্গে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে একাধিক পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের ১২ লক্ষ আবাসের

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

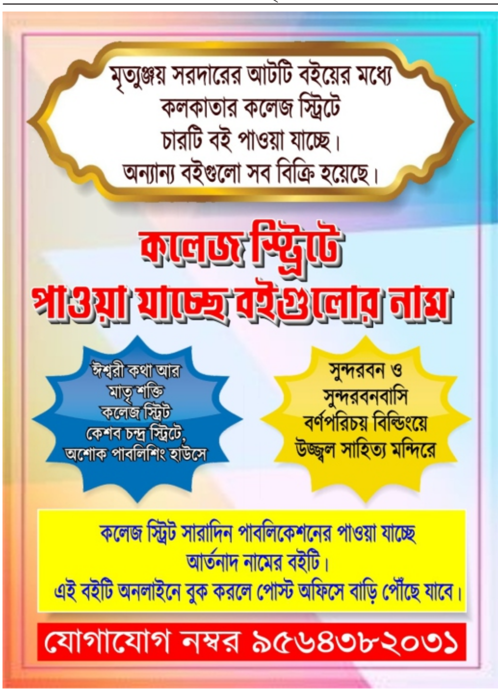

ওয়ানাডের ধসকে 'দুঃসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়' ঘোষণা, শাহের সৌজন্যে কৃতজ্ঞ প্রিয়ঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কথা রেখেছেন অমিত শাহ। কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। সংসদে-সংসদের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিবাদ যখন তুঙ্গে তখন কেরলের ওয়ানাডের ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বড় পদক্ষেপ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।বৈঠক শেষে প্রিয়ঙ্কা জানিয়েছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাল আলোচনা হয়েছে। পরে শাহের মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, ওয়ানাডের সাংসদের দাবিদাওয়াগুলি পর্যালোচনা করা সরকারের সিদ্ধান্ত যত দ্রুত সম্ভব জানিয়ে দেওয়া হবে। দেখা গেল দিন পনেরোর মধ্যেই শাহের মন্ত্রক ওয়ানাডের ধস বিপর্যয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এরফলে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অর্থের জোগান বাড়বে বলে মনে করছেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী।ওয়ানাডের সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর আর্জি মেনে শাহের মন্ত্রক ধসের ক্ষয়ক্ষতিকে দুঃসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়' আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেই কারণেই এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। গতমাসে তিনি ওয়ানাডের উপ নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়েছেন।

দিন পনেরো আগে প্রিয়ঙ্কা কেরলের কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সংসদের ভিতরে কংগ্রেসের সঙ্গে তখন শাহের তুমুল লড়াই চলছিল বিআর আম্বেদকর ইস্যুতে। আম্বেদকরকে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন অভিযোগ করে কংগ্রেস অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করে। তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলে ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ নেতা। সেই বিতর্কের মধ্যেই সংসদের সদর দরজায় বিজেপির এক সাংসদের আঘাত পাওয়ার ঘটনা নিয়ে রাহুল গান্ধীর দিতে আঙুল ওঠে। বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি সাসংদেরা।এই বিবাদের মধ্যেই অধিবেশন কক্ষের বাইরে শাহের অফিসে গিয়ে দেখা করেছিলেন ওয়ানাডের সাংসদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রিয়ঙ্কা বলেন, ওয়ানাডের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সেখানকার মানুষের জীবনজীবিকা পুরোপুরি পরনির্ভর হয়ে পড়েছে। অনেক প্রবীণ মানুষ আছেন যাদের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। আবার বেশিরভাগ পরিবারেরই চাষ-আবাদ, ব্যবসা ইত্যাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তুলনায় সরকারি সাহায্য যৎসামান্য।

মণিপুরে হিংসা, অস্ত্র উদ্ধার অব্যাহত এখনও, ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নয় নয় করে প্রায় ২৫০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গৃহহীন হয়ে গিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রদায়িক হিংসায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। নারী নির্যাতন, খুন, লুঠ, কিছুই বাদ যায়নি। সেই নিয়ে এতদিন নীরব থাকলেও, বর্ষবরণের আগে মুখ খুললেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ।২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুর অশান্ত। যত সময় এগিয়েছে ছড়িয়েছে আগুন। কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয় মণিপুর। এমনকি রাজ্য থেকে গত কয়েক দিনেও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। গতকালও

(এরপর ৪ পাতায়)

হিন্দুমহাসভা ও বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের সংযুক্তিতে সংকল্প দিবস পালন, বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইংরাজী নববর্ষের প্রাক্কালে বঙ্গ রাজনীতি সাক্ষী থাকল একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণের । অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর আহ্বানে চিঠি লিখে আগামীদিনে একসাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের নেতৃত্ব । আজ দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতকেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বাসভবনে ওনাদের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে সংকল্প দিবস পালন করলো হিন্দুমহাসভা এবং বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের নেতৃত্ব । এরপর ওনারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনে

সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘদিন পর অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচনী সিম্বল প্রাপ্তির জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন । হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতির হাত থেকে পতাকা নিয়েই আগামী দিনে বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে সারা বাংলা এবং ভারতবর্ষ জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো । হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন আমরা তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেস করো বিরোধী নই, আমরা গর্বের সাথে সনাতনী জাতীয়তাবাদী আদর্শের পক্ষে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বহু ইনঅ্যাক্টিভ সদস্য রয়েছেন যারা নিজেদের দলেই উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছেন না তাদের জন্য হিন্দু মহাসভার হৃদয় ও দরজা দুটোই আন্তরিকতার সাথে খোলা রয়েছে । বাংলাদেশ বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলের অবস্থানে খুশি হয়ে বহু আদি বিজেপি এবং সংঘের একনিষ্ঠ কর্মীরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন । তবে আমাদের দরজা কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের জন্য শুধু নয় সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের যত

(এরপর ৩ পাতায়)

(1ম পৃষ্ঠার পর)

বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিতে হবে না বিদ্যুতের বিল

সুবিধাভোগীকে ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ডিসেম্বরে সেই টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার সন্দেশখালি গিয়ে বেশ কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে বাড়ি তৈরির টাকার চেক তুলে দেন তিনি। বলে রাখি ২০২২ সাল থেকে রাজ্যকে আবাস যোজনার কেন্দ্রের বরাদ্দ পাঠায় না মোদী সরকার। রাজ্যে আবাস যোজনায় বেনিয়মের অভিযোগ ওঠায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত টাকা পাওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তারা। তারই মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের সাধ্যে বাড়ি তৈরির টাকা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।এদিনের সভায় সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে ভাঁওতা বলে শুভেন্দুবাবু বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩ লক্ষ টাকার আবাসের ঘর তৈরি হবে।সঙ্গে শৌচালয়, আর নলবাহিত পানীয় জল পাবেন। সঙ্গে বাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হবে সৌর বিদ্যুৎ। যার ফলে বিদ্যুতের বিল দিতে হবে না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে ধার করে আবাস যোজনার টাকা যোজনার টাকা দিচ্ছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা ধার করেছে। সেই টাকায় আবাস যোজনার টাকা মেটাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বছরে আরও ধার নিয়ে বাকি কিস্তি দেবেন। তার পরে আবার ধার করবেন। শুভেন্দুবাবু বলেন, তৃণমূল সরকারের জমানায় রাজ্যে মাথাপিছু ধারের পরিমাণ পৌঁছেছে ৫৯ হাজার টাকায়।

(২ পাতার পর)

হিন্দুমহাসভা ও বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের সংযুক্তিতে সংকল্প দিবস পালন, বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

সনাতনী জাতীয়তাবাদী মানুষরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আমাদের পরিবারে স্বাগত । বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের কনভেনর দীপক কুমার সরকার বলেন হিন্দুমহাসভা এই মুহূর্তে সনাতনীদের একমাত্র ভরসা তাই আগামী দিনে হিন্দুমহাসভার নেতৃত্বেই আমরা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করতে চলেছি । বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সনাতনীদের উপর যেভাবে নৃশংস অত্যাচার হচ্ছে তাতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত । রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এই বিষয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করলেও আমাদের কাছে হিন্দুমহাসভার অবস্থান সবচেয়ে সঠিক মনে হয়েছে এবং আমরা হিন্দুমহাসভার সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । এই মঞ্চের আরেক নেতৃত্ব কার্তিক মাইতি উল্লেখ করেন একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর পোস্টপোল ভায়োলেন্সের সময় ওনারা রাজ্য বিজেপির কাছ থেকে কোন সহযোগিতা না পেয়ে বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ গড়েছিলেন । কিন্তু আজ হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে হিন্দুমহাসভার হয়েই সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই করতে ওনারা প্রস্তুত । হিন্দু মহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল বলেন এই নতুন বছর আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঠিক পরের বছর ছাব্বিশে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন । তাই আমরা বৃহত্তর হিন্দুমহাসভা পরিবার আগামী দিনে ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে সব রাজনৈতিক দলের অসম্মানি দলছুট সদস্যদের প্রকৃত সম্মান দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে চলেছি । নতুন বছরের শুরুতেই ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল হিন্দুমহাসভাতে বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের সংযুক্তি নিঃসন্দেহে বঙ্গ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু করতে চলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা ।

মমতার সাক্ষাৎ চান, ইচ্ছেপ্রকাশ চিন্ময় কৃষ্ণর আইনজীবীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বারাকপুর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের আবহে জেলবন্দি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণর আইনজীবীর সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুরে বারাকপুরে আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের ছেলের বাড়িতে বৈঠক শেষে তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

তাতে কুণাল ঘোষ তাঁকে বোঝান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য সরকার বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুই করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে যা করার, কেন্দ্র সরকারকেই করতে হবে এবং রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তের পাশে থেকে সমর্থন দেবে। তা মেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রবাবু। আগামী ২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম আদালতে চিন্ময় প্রভুর জামিন মামলার শুনানি। ওইদিন কি উপস্থিত থাকবেন? এর উত্তরে রবীন্দ্রবাবু জানালেন, তিনি অসুস্থ। খুব চেষ্টা করবেন সময়ের মধ্যে ফিরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান বর্ষীয়ান আইনজীবী। কুণাল ঘোষের কাছে তিনি সেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। কুণাল ঘোষ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুতে যা যা মন্তব্য করেছেন, তা রবীন্দ্রবাবুর ভালো লেগেছে। সেই জন্যই উনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন।" কিন্তু সমাধানের জন্য এ রাজ্যের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। সে বিষয়ে কেন্দ্র সরকারকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা রবীন্দ্রবাবুকে বারবার বোঝালেন কুণাল ঘোষ।

বারাকপুরে রবীন্দ্র ঘোষের ছেলের বাড়িতে কুণাল ঘোষ। নিজস্ব চিত্র।

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে যে হিন্দু নির্যাতনের ধারাবাহিক ঘটনা ঘটে চলেছে, তার বিরোধিতায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিলও হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এসবের পাশাপাশি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন কেন্দ্রের কাছে। তাঁর মতে, এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ একান্ত জরুরি। এদিকে, সে দেশে ইসকনের মতো হিন্দু ও সেবামূলক সংগঠনের উপর আক্রমণ নেমে আসার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল। চিন্ময় কৃষ্ণর জামিনের পক্ষেও সরব হয়েছে শাসকদল। বারবার তা পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানির ঠিক আগেই খবর মেলে, ইসকনের জেলবন্দি সন্ন্যাসীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান সেখানকার হিন্দু সদস্যরা। এমন পরিস্থিতিতে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কুণাল ঘোষের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচনার সময় বর্ষীয়ান আইনজীবী জানান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। বাংলাদেশে হিন্দুদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে চান। এনিয়ে কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাজ্য। ফলে আমাদের উপর প্রভাব বেশি পড়ে, মানুষের আবেগে আঘাত লাগে। তাই আমাদের সমস্যাটা বেশি। কিন্তু কী কী করতে হবে, সেটা কেন্দ্রকে ঠিক করতে হবে। রাজ্য বারবার বলেছে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করবে। আমরা বাংলাদেশের উদ্বেগজনক ঘটনায় চিন্তিত হতে পারি, কিন্তু রাজ্যের সরাসরি কিছু করার নেই।"

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত জঙ্গির দুবাই-যোগ

মাসে দু'বার দুবাই গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত সাজিবুল ইসলাম। আনসারুল্লাহ বাংলা শাখার সঙ্গে যোগসূত্রেই কি ভিন্‌দেশে পাড়ি দিয়েছিল সে? জানার চেষ্টা করছে অসম এটিএফ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। আরও তথ্য জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।চলতি মাসে শাবকে কেরল থেকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ১৮ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার আজমতপাড়া থেকে মিনারুল শেখ এবং নিশ্চিন্তপুর এলাকার মহম্মদ আব্বাসকে পাকড়াও করা হয়। ওই দু'জনও বাংলাদেশি। তবে তারা ভারতের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছিল। এদের সঙ্গে কেরল থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত বাংলাদেশের জঙ্গি শাব। রবিবার শাবের পিসতুতো ভাই সাজিবুলকে গ্রেফতারের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, চাষবাসের পাশাপাশি বাড়ির দরজা-জানালায় কাচ বসানো এবং টুকটাক আসবাবপত্র তৈরির কাজ করত সে। সাজিবুলের প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, চলতি বছরেই সে দুবাই গিয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াত। জিজ্ঞেস করলে বলে, কাজে যাচ্ছে। তবে কী কাজ, কেউ জানেন না। তদন্তকারীদের সন্দেহ, ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গি শাবকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্ট বানানোর সময় তাকে সাহায্য করেছিল সাজিবুল। এ নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন বলে তদন্তকারীদের সূত্রের খবর।

রবিবার মুর্শিদাবাদের নওদা থেকে বাংলাদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য শাব শেখের পিসতুতো ভাই সাজিবুলকে গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম পুলিশের এসটিএফ। আদতে কাঠ এবং কাচের মিস্ত্রির কাজ করত সাজিবুল। জীবনযাত্রা অতি সাধারণ। সেই অবস্থায় কী ভাবে মাসে দু'বার দুবাই গেল সাজিবুল, ওই খরচ কোথা থেকে পেয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশি জঙ্গি শাবের তুতো ভাই সাজিবুলের এই দুবাই যাওয়ার সঙ্গে ভারত-বিরোধী জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে অসম পুলিশ। শুধু ভিন্‌দেশ নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াত সাজিবুল। ঠিক কী কাজে সে যেত, সেই তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আটত্রিশতম পর্ব)

তাঁর পরিচয় দেবতা দ্যৌ নিরপেক্ষ নয়। এ-ছাড়া বৃহদ্দিবা, রাকা প্রভৃতি দেবীরা ঋগ্বেদে এমনই নগণ্য স্থান অধিকার করেছেন যে তাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন। ঋগ্বেদে প্রকৃত উলেখযোগ্য দেবী

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মণিপুরে হিংসা, অস্ত্র উদ্ধার অব্যাহত এখনও, ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে ভারতীয় সেনা এবং অসম রাইফেলস। পিস্তল, রিভলভার, ব্যারেল গান ছাড়াও মেশিন গান, টিউব লঞ্চার, বিস্ফোরক, যুদ্ধের মতো সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এর আগে, অত্যাধুনিক বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি রকেট লঞ্চারও উদ্ধার হয়।

লাগাতার মণিপুর থেকে অশান্তির খবর উঠে এসেছে। কিন্তু সেই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছে। সংসদে বিরোধীরা বার বার মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেও, তা হয়নি। সেই আবহেই পরিস্থিতিতর জন্য ক্ষমা চাইলেন মণিপুরে বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী বীরেন।সবকিছু ভুলে নতুন করে শুরুর আবেদন জানালেন রাজ্যের বাসিন্দাদের।

মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন বীরেন। সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। জানান, আগের তুলনায় শান্তি ফিরেছে মণিপুরে। শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী তিনি। সকলকে একজোট হয়ে, শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসে আহ্বান জানান। সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহ জোগান। (N Biren Singh)

এদিন বীরেন বলেন, "রাজ্যে যা হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বহু মানুষকে। আমি অনুশোচনা প্রকাশ করছি, ক্ষমা চাইছি। কিন্তু গত তিন-চার মাসে পরিস্থিতি তুলনায় শান্ত হয়েছে। তাই শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী আমি।"বীরেন আরও বলেন, "যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। সকলকে অনুরোধ করছি, ভুল ক্ষমা করে দিন। ভুলে যান সবকিছু। নতুন করে জীবন শুরু করুন। সমৃদ্ধের পথে একসঙ্গে, শান্তিতে বাঁচুন।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাহলে শুধু শুক্রবার নয়, প্রতিদিন লক্ষ্মী মহা মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না যেন!
খারাপ শক্তির প্রকোপ কমে যায়:
১.অনেক অনেক টাকার মালিক হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হয়: মা লক্ষ্মী হলেন অর্থ এবং সমৃদ্ধির দেবী। তাই তো মাকে একবার প্রসন্ন করতে পারলে বড়লোক হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হতে সময় লাগে না।**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুম্বাই পুলিশের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে 'ডিজিটাল অ্যারেস্টের' ভয় দেখিয়ে প্রতারণা, ধৃত ১৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নদিয়া: ফের বড়সড় সাফল্য রানাঘাট জেলা পুলিশ সাইবার ক্রাইম থানার।ডিজিটাল অ্যারেস্ট দুবাই ও কম্বোডিয়া থেকে অপারেটাররা।১ কোটি টাকার ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর নামে সাইবার প্রতারনার অভিযোগ। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানে সাইবার পুলিশের অভিযান, জালে ১৩ জন ডিজিটাল অ্যারেস্ট সাইবার অপরাধী ।

তারপর তার কাছ থেকে ১ কোটি টাকা প্রতারণা করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর ভয় দেখিয়ে। ১৬ই নভেম্বর সাইবার থানার স্পেশাল টিম গঠন করে তদন্তে নামে। ৩১ দিন ধরে ৪ রাজ্য ঘুরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে।একটি বড় চক্র যেটা দেশের বাইরে থেকেও অপারেট করা হয়, তাঁরা ধরা পড়ে দাবি পুলিশের। শুরুতে ৭টি একাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারকরা। পরে দ্রুত আরও একাধিক একাউন্ট ব্যবহার করে, দাবি পুলিশের।প্রতারণায় বড় সাফল্য সাইবার পুলিশের।তাদের দাবি৩১ দিন ধরে ৪ রাজ্যে অভিযান চালায় নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানা।

গ্রেফতার হওয়া ১৩ জনের মধ্যে ১ জন মহিলা। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও গুজরাট থেকে এই ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।উদ্ধার মোবাইল, ব্যাংক পাসবুক, চেক বই, প্যান কার্ড সহ একাধিক নথি। ১০০টি একাউন্ট সিজ করা হয়েছে। ৪ লাখ টাকা সিজ করা হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর প্রতারিত হন এক ব্যক্তি।ওই ব্যক্তিকে মুম্বাই পুলিশের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে whatsapp কল করা হয়েছিল।

হরিদেবপুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্থানীয় বাসিন্দাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালীন দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বাকবিতন্ডার জেরে বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা বলেই জানা যাচ্ছে। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রটিও। কী কারণে আচমকা ওভাবে ভয় দেখানো হল, উদ্দেশ্যই বা কী, কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এল তাঁর কাছে, ধৃতকে জেরা করে সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজছে পুলিশ।এই ঘটনায় রবিবার রাতে হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে সোমবার একজনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অন্ময় চন্দ। বয়স ২৭ বছর। বাড়ি হরিদেবপুর এলাকারই জাজবাগান কালীমন্দিরের কাছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৫ (১বি) ও আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর আগে অন্ময় এমন কোনও কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা, ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন কোনও দলের সমর্থক ছিলেন কি না, নাকি স্রেফ ভয় দেখাতেই বন্দুক নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন, জেরা করে সেসব উদঘাটনের চেষ্টায় তদন্তকারীরা।ঘটনার সূত্রপাত রবিবার। হরিদেবপুরের জাগরণী সাংস্কৃতিক সংঘের মাঠে দুই দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছিল। মাঠে খেলা চলাকালীন দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সাময়িক বাকবিতন্ডা শুরু হয়। সংঘর্ষে একজনের মাথা ফাটে। অভিযোগ, তা থামানোর চেষ্টার মাঝেই আচমকা এক যুবক পকেট থেকে বন্দুক বের করে তেড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় মাঠে। যদিও সে গুলি চালাতে পারেনি বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। অভিযোগ, বিবদমান এক পক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য অপর পক্ষের কোনও সদস্য এই কাজ করেছে।

নকল ওষুধের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক; কলকাতায় বড় মাপের অভিযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নকল ওষুধের বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে নির্ণায়ক পদক্ষেপে কলকাতার এক পাইকারি সংস্থায় যৌথ অভিযান চালালো পূর্বাঞ্চলের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) এবং পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগস কন্ট্রোল ডিরেক্টরেট। কলকাতার মেসার্স কেয়ার অ্যান্ড কিয়োর ফর ইউ সংস্থায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি জাল ওষুধ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই ওষুধগুলির ওপরে উৎপাদনের স্থান হিসেবে আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের নাম রয়েছে। কিন্তু ভারতে যে এগুলি বৈধ ভাবে আমদানি করা হয়েছে, তার স্বপক্ষে কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি। নথিপত্র না থাকায় এগুলি জাল ওষুধ বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারী দল বেশকিছু খালি মোড়কও পেয়েছে, এতে এই ওষুধগুলির বিষয়ে সন্দেহ আরও বেড়েছে।

যেসব ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬.৬০ কোটি

(এরপর 6 পাতায়)

সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা হানা দিতে পারে মহাকুম্ভে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

খলিস্তানি জঙ্গিনেতা গুরুপতবন্ত সিংহ পন্নুন হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন আগেই। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, কয়েকটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরও নিশানায় রয়েছে প্রয়াগরাজের পূর্ণকুম্ভ। এই পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মহাকুম্ভের নিরাপত্তায় এনএসজি কমান্ডো বাহিনী এবং স্নাইপার প্লাটুন মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার।ওই দিনগুলিকে জঙ্গিরা হামলা চালানোর জন্য বেছে নিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। প্রয়াগরাজের মেলাস্থলের আয়তন ৩২ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। রয়েছে সঙ্গমের বিস্তীর্ণ জলরাশিও। সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলপুলিশের বিশেষ বাহিনীকে।প্রতি ছ'বছর অন্তর কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। ২০১৯ সালে ছিল অর্ধকুম্ভ মেলা। তার আগে ২০১৩ সালে ছিল পূর্ণকুম্ভ মেলা। ১২ বছর পরে প্রয়াগরাজে আবার পূর্ণকুম্ভ মেলা আয়োজন হতে চলেছে।কুম্ভমেলার ইতিহাসে এই প্রথম বার।

সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, এ বার কুম্ভমেলায় মোট ২৬টি নাশকতা দমন টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কমান্ডো বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনার স্পেশাল ফোর্সের পাশাপাশি এই তালিকায় থাকছে উত্তরাখণ্ড পুলিশের দু'টি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট। থাকবে ড্রোন নজরদারি ব্যবস্থা এবং 'বুলেটপ্রুফ আউটপোস্ট'। বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শাহি স্নানের স্থান, মন্দির এবং গাড়ির 'পার্কিং লট'গুলিতে। সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা যাতে হামলা চালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সমস্ত আখড়া-সন্ন্যাসীদের আধার কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এ বার প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা শুরু হবে আগামী ১৩ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তিতে। শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, শিবরাত্রিতে। চলবে সাত সপ্তাহ ধরে। উল্লেখ্য, কুম্ভে বিশেষ পুণ্যতিথির স্নানকে 'শাহি' স্নান বলে। এ বারের ৪৪ দিনের মহাকুম্ভে অন্তত ছ'টি শাহি স্নানের দিন থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌনী অমাবস্যার শাহি স্নান।

আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে পুরো ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ২৭১ কিলোমিটার। আর গত ১৩ মাসের যুদ্ধে তার পুরোটাই দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহী জোট 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর বৃহত্তম সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। সোমবার মায়ানমার পরিদর্শনের পর এ কথা জানালেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরি।রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, ২০১৭-র অগস্টে মায়ানমারে গোষ্ঠীহিংসা শুরুর পরে সাত লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছেন। যাঁদের অধিকাংশই রাখাইন প্রদেশের বাসিন্দা। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় ধাপে ধাপে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর চুক্তি হলেও জুন্টা সরকার তা ঠিক ভাবে মেনে চলেনি বলে অভিযোগ। অন্য দিকে, এখনও মায়ানমারে রয়েছেন কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা। গৃহযুদ্ধের জেরে নতুন করে শরণার্থীর ঢল নামলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই আশঙ্কা কিছুটা সত্যি হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে জাহাঙ্গিরের বক্তব্যে। তিনি বলেন, রাখাইন প্রদেশে সাম্প্রতিক লড়াইয়ের পরে ৫০-৬০ হাজার রোহিঙ্গা নতুন করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছেন।এই পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার সে দেশের বিদ্রোহী জোটের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলে জানিয়েছেন জাহাঙ্গির। তিনি বলেন, "মায়ানমারের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সে দেশের সরকার এবং আরাকান আর্মি—উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে বাংলাদেশ।" চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মংডু, বুথিডং, পালেতাওয়ার শহর-সহ মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের ৮০ শতাংশের বেশি এলাকা দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। রাখাইন প্রদেশের সঙ্গেই রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত। এই পরিস্থিতিতে সেখানে বসবাসকারী কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমের 'ভবিষ্যৎ' নিয়ে উদ্বিগ্ন অন্তর্বর্তী সরকার।সপ্তাহ দুয়েক আগে ইউনূসের রোহিঙ্গা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান জানিয়েছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রক আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে ঢাকা। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যে স্পষ্ট, সেই 'যোগাযোগ' স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, একদা জুন্টার 'চক্ষুশূল' রোহিঙ্গা মুসলিমরা চলতি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সরকারি বাহিনীর সহযোগী হয়েছিল! আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)-এর যোদ্ধারা গত ছ'মাস ধরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জুন্টা ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়ছে। যদিও তাতে 'শেষরক্ষা' হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা নতুন করে আরাকান আর্মির নিশানা হতে পারেন বলে আশঙ্কা ঢাকার।

(5 পাতার পর)

নকল ওষুধের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক; কলকাতায় বড় মাপের অভিযান

টাকা। তদন্তের স্বার্থে ওষুধের নমুনাগুলির গুণমান পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ওষুধগুলি সিডিএসসিও-র হেফাজতে রয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে ওই পাইকারি ব্যবসার মালিক এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে প্রথমে সিডিএসসিও-র পূর্বাঞ্চলের ড্রাগস ইন্সপেক্টরের হেফাজতে রাখা হয়। আদালত তার ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও নিরাপত্তা রক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাল ও নিম্নমানের ওষুধ বাজারে প্রচলনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে, এই তদন্ত ও অভিযান তার নিদর্শন। মানুষের স্বার্থ রক্ষায় জাল ওষুধের বিরুদ্ধে সিডিএসসিও এবং রাজ্য স্তরের কর্তৃপক্ষ এই ধরনের অভিযান চালিয়ে যাবে।

সিনেমার খবর

বাবা হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করলেন সালমান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় অভিনেতা সালমানকে বলা হয় বলিউডের এলিজেবল ব্যাচেলর। তিনি বাবা হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করেন এক সাক্ষাতকারে। তবে অনুরাগীদের আশা, একদিন ঠিকই সাত পাকে বাঁধা পড়বেন সালমান খান। যদিও বিয়ে নিয়ে আর কোনো পরিকল্পনাই নেই তার। একাধিক সাক্ষাৎকারে তা জানিয়েছেন ভাইজান। তবে সালমানের মনের মধ্যে নাকি বাবা হওয়ার বাসনা রয়েছে।

বারবার তার কাছে একই প্রশ্ন আসে, কবে বিয়ে করছেন? এক সাক্ষাতকারে সেই একই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, খুব শিগগিরই তার বিয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু শিশুদের প্রতি রয়েছে তার অগাধ ভালোবাসা। তাই বাবা হওয়ার অনুভূতি পেতে চান। তবে এমন কোনো পরিকল্পনা যে নেই, তা-ও জানিয়েছেন।

অন্য এক সাক্ষাতকারে সালমানকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি ভবিষ্যতে সারোগেসির মাধ্যমে বাবা হতে চান? অথবা সন্তান দত্তক নিতে চান? ভাইজান উত্তর দিয়েছিলেন, না, এখনো এমন কোনো পরিকল্পনা নেই। যখন হওয়ার হবে।

বোন অর্পিতা খানের সন্তানকেই কি নিজের সন্তানের মতো বড় করতে চান সালমান?

তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে শিশুর অভাব নেই। আর আমার বোন নিজেই খুব সুন্দর করে সন্তানকে লালন করছে। বলা ভালো, সে আমাদের সকলকেই বড় করছে।

বর্তমানে সালমান ব্যস্ত তার আসন্ন ছবি ‘সিকন্দার’ নিয়ে। তার পাশাপাশি ‘বিগ বস ১৮’-এর সঞ্চালনাও করছেন তিনি।

বিয়ের আগে যে বিষয় মাথায় রাখতে বললেন মালাইকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

স্বামী আরবাজ খানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক বছর আগেই। সম্প্রতি প্রেমিক অর্জুন কাপুরের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়ে বলিউড তারকা মালাইকা অরোরার। বর্তমানে তিনি সিঙ্গেল। বহুবার বিয়ের গুঞ্জন উঠলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেননি তারা। তবে বিয়ে করার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করেন মালাইকা। এজন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাওয়া দম্পতিদের কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি কার্লি টেলসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মালাইকা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাওয়া দম্পতিদের উদ্দেশ্যে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

মালাইকার মতে, স্বামী-স্ত্রীর দুইজনেরই আলাদা আলাদা সঞ্চয় থাকা উচিত। আর্থিকভাবে তাদের স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিয়ের পরেও মেয়েদের নিজের পরিচয় ধরে রাখতে হবে।

মালাইকা মনে করেন, বিবাহিত সম্পর্কে যেমন একে অপরের পরিচিতিটা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ব্যক্তিগত পরিচয়ও অক্ষত রাখা অপরিহার্য। বিশেষ করে সম্পত্তি এবং আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখা উচিত।

মালাইকা বলেন, একসঙ্গে সংসার করার সময় স্বামী-স্ত্রী কারোরই নিজের পরিচয় হারানো উচিত নয়। যদি আপনি আপনার সঙ্গীর পদবী গ্রহণ করেন তবুও নিজের ব্যক্তিগত একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা প্রয়োজন।

২০১৬ সালে আরবাজ খানের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানতে আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন মালাইকা। ২০১৭ সালের মে মাসে তাদের আইনি বিচ্ছেদ হয়। ডিভোর্সের পর অর্জুনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়েন অভিনেত্রী। কিন্তু সে সম্পর্কেও হানা দিল বিচ্ছেদের সুর।

নতুন সমালোচনার মুখে সানি লিওন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নতুন সমালোচনার মুখে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন। অভিযোগ উঠেছে, ভারত সরকারের কাছ থেকে ভাতা নিতেন তিনি। কিন্তু সানি লিওনি বাস্তবিক অর্থে সরকারের কাছ কোনো অর্থই নেননি।

জানা গেছে, ভারত সরকার বিবাহিত নারীদের মাসিক ভাতা দেয়। ছত্তিশগড় রাজ্যে মাতারি যোজনা প্রকল্প নামে চলছে। ঐ রাজ্যের বস্তার অঞ্চলের তালুর গ্রামে বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওনের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে এক ব্যক্তি প্রতি মাসে ১ হাজার রুপি নিচ্ছিলেন।

বিজেপি সরকারের ‘মাতারি বন্দনা যোজনা’ প্রকল্পের আওতায় ছত্তিশগড়ের বিবাহিত নারীরা প্রতি মাসে তাদের অ্যাকাউন্টে ১ হাজার রুপি ভাতা পান। এখন জানা গেছে, যেসব অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা হচ্ছিল, তার একটি ছিল সানি লিওনের নামে। কিন্তু সানি লিওনি বাস্তবিক অর্থে সরকারের কাছ কোনো অর্থই নেননি।

অর্থ আত্মসাৎ করা ব্যক্তির নাম বীরেন্দ্র জোশি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জোশির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেই সঙ্গে নেয়া হচ্ছে আরও কিছু পদক্ষেপ। এই ঘটনা সামনে আসার পর প্রকল্পের যোগ্য উপকারভোগীদের যাচাই করার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদেরও শনাক্ত করা হচ্ছে। জেলা কালেক্টর এস হরিশ স্থানীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগকে এই বিষয়ে গভীর তদন্ত চালাতে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি বাজেয়াপ্ত করে টাকা পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর তারা এই প্রতারণার বিষয়টি নিয়ে ত ভাবছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনা রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এবং বিরোধী দল কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের কংগ্রেস প্রধান দীপক বাজি অভিযোগ করেছেন, মাতারি বন্দনা যোজনার ৫০ শতাংশেরও বেশি উপকারভোগী ভুয়া।

২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আমি খুব আশাবাদী: স্পেন কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০২৬ বিশ্বকাপে স্পেন আরও ভালো দল হয়ে ওঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দলের প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। এই বছরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর এমন আশার কথা শোনালেন তিনি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৬৩ বছর বয়সী এই কোচ বলেন, ‘২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব বেশি সময় বাকি নেই। কারণ ১৮ মাস খুব দ্রুত চলে যাবে। তবে আমরা প্রস্তুত, সত্যি বলতে আমি খুব আশাবাদী। কারণ এই দলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আমি জানি, তারা তৃপ্ত নয়, তারা জিততে চায়। জানি না আমরা কতদূর যাব (বিশ্বকাপে), তবে এই ১৮ মাসের মধ্যে আমরা এখনকার চেয়ে আরও ভালো দল হয়ে উঠব। সেখানে নতুন খেলোয়াড় থাকবে এবং যারা এখন আছে, তারা আরও পরিণত হবে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনকার চেয়ে আরও ভালো দল হব।’

তিনি বলেন, ‘আমি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার (২০১০ বিশ্বকাপের) মানসিকতা পুনরুদ্ধার করা এবং আমি মনে করি, বেশি বা কম, আমরা তা অর্জন করেছি: আমাদের একটি চ্যাম্পিয়ন দল আছে, যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জেতে। আমরা যারা ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত স্পেনের জয়ের চক্র উপভোগ করেছি, তাদের সবসময় সেই গর্ব পুনরুদ্ধারের আশা ছিল। আমি মনে করি, এই গ্রীষ্মে আমরা আবার তা অনুভব করতে শুরু করেছি।’

নিজেদের একমাত্র বিশ্বকাপ ট্রফি স্পেন জেতে ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আসরে। এর আগে-পরে ২০০৮ ও ২০১২ সালে তারা ঘরে তোলে ইউরোর ট্রফি। এরপর হঠাৎ ছন্দপতন। দীর্ঘদিন ধরে আর কোনো শিরোপার স্বাদ তারা পাচ্ছিল না। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দে লা ফুয়েন্তে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বদলে যেতে শুরু করে স্পেন। ২০২২-২৩ মৌসুমে তারা জেতে উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা। আর গত জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরোতে হয় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন।

শুধু শিরোপা জয়ই নয়, দে লা ফুয়েন্তের কোচিংয়ে খেলার ধরনও পাল্টে ফেলেছে দলটি। বছরের পর বছর ধরে অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে ছোট ছোট পাসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ‘তিকি-তাকা’ কৌশল বদলে এখন তারা আরও বেশি গতিময়। প্রতিপক্ষের গোল-মুখে স্পেন এখন আরও বেশি আক্রমণাত্মক।

ব্রাজিলে ফেরার আনন্দে উচ্ছ্বসিত অস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে ঘরের মাঠে ফিরছেন অস্কার। ব্রাজিলের এই মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি করেছে দেশটির ক্লাব সাও পাওলো। ৩৩ বছর বয়সী অস্কারের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তির কথা মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সেরি আর ক্লাব সাও পাওলো।

২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাও পাওলোর যুব দলে খেলেন অস্কার। এরপর দুই বছর খেলেন ক্লাবটির মূল দলে। ক্যারিয়ারের লম্বা একটা সময় কাটান তিনি চেলসিতে। ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে সাড়ে চার বছরের অধ্যায়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেন ২০৩ ম্যাচ, গোল করেন ৩৮টি। এই সময়ে জেতেন প্রিমিয়ার লিগ, লিগ কাপ ও ইউরোপা কাপ।

গত আট মৌসুম অস্কার খেলেন চীনের ক্লাব সাংহাই পোর্টের জার্সিতে। চাইনিজ সুপার লিগের শিরোপার স্বাদ পান তিনবার। এবার যোগ দিলেন চেনা ঠিকানায়।

লম্বা সময় পর আবারও সাও পাওলোর হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে ৪৮ ম্যাচ খেলা অস্কার।

অস্কার বলেন,' ব্রাজিলে ফিরতে পেরে এবং সাও পাওলো, যে ক্লাবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম, ভিত্তি তৈরি করেছিলাম এবং বেড়ে উঠেছি, সেখানে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।'

বার্সা শিবিরে ফের ইনজুরির ধাক্কা, ছিটকে গেলেন তোরেস

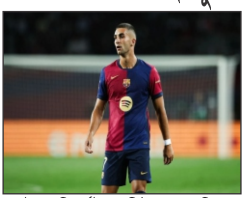

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মৌসুমের শুরুতে উড়তে থাকলেও মাঝপথে এসে সময়টা ভালো যাচ্ছে না বার্সেলোনার। ইতোমধ্যে লা লিগার শীর্ষস্থান হারিয়ে তিনে নেমে এসেছে দলটি। মূলত চোটের কারণে খেলোয়াড়েয়া ছিটকে যাওয়ার এমন হাল তাদের। এবার সে তালিকায় যোগ দিলেন ফেররান তোরেস।

লা লিগায় নিজেদের শেষ ম্যাচে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে পেশীতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তোরেস। প্রাথমিকভাবে চোট গুরুতর কিছু মনে হয়নি। মঙ্গলবার সকালে ডক্টর প্রুনার তত্ত্বাবধানে আরেক দফা পরীক্ষা করার পর চোট নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডান পায়ের সোলেস পেশীতে সমস্যা ধরা পড়েছে তোরেসের। চোট হালকা হলেও কোপা দেল রে'র ম্যাচে বারবাস্ট্রোর বিপক্ষে পাওয়া যাবে না তাকে। এমনকি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

দারুণ ছন্দে থাকা এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড প্রায়ই সুপার সাব হয়ে বার্সার অনেক ম্যাচের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন। মৌসুমে এবার মাত্র একবার শুরু করলেও পাঁচ ম্যাচে ৪টি গোল করেছেন তিনি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বার্সা জানিয়েছে, তোরেস গত শনিবারের ম্যাচে পেশীতে অস্বস্তি নিয়ে শেষ করেছিলেন। এই অস্বস্তির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, তার একটি এমআরআই করা হয়। ডান পায়ের সোলেস পেশীতে একটি ছোট আঘাত পেয়েছেন। আঘাত কাটিয়ে ওঠার ভিত্তিতে তাকে পাওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে।

দলের নিয়মিত গোলরক্ষক স্টেগান ও তরুণ তারকা মার্ক বার্নালকে হারিয়েছে বার্সা। আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনকে এই মৌসুমে এখনও পায়নি ক্লাবটি। লামিনে ইয়ামাল ও হেক্টর ফোর্টও ছিটকে গেছেন এক মাসের জন্য।

রিয়ালে নেই তারকাখ্যাতি, তবু ম্যানসিটির বড় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান রদ্রিগোর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদে গত মৌসুমে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামের ওপর ছিল সব আলো। মৌসুমে ১৮ গোল করে ও ৯ গোলে সহায়তা দিয়েও তারকাখ্যাতি পাননি রদ্রিগো গোয়েস। ওদিকে নতুন মৌসুমে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও এন্ডিকের রিয়ালে যোগ দেওয়া নিশ্চিত হয়েছিল।

সব মিলিয়ে মৌসুমের শুরুতে রদ্রিগোকে আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। তাকে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য করা এবং ভালো বেতন দেওয়ার প্রস্তাবে ছিল । কিন্তু রদ্রিগো ওই প্রস্তাবে রাজি হননি। বরং ভিনি-এমবাপ্পে ও বেলিংহামের ভিড়ে নিজেকে প্রমাণের চ্যালেঞ্জ নেন এই ব্রাজিলিয়ান।

সংবাদ মাধ্যম রেলেভো দাবি করেছে, ভক্তদের প্রশংসা না পাওয়া ও কিছু ব্যক্তিগত কারণে রদ্রিগো কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময় ম্যানসিটির থেকে প্রস্তাব আছে। যা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু রদ্রিগো ব্লাঙ্কোস শিবিরে সাফল্য পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। ক্লাবও তাকে ধরে রাখার বিষয়ে পুরোপুরি দৃঢ় অবস্থানে ছিল।

চলতি মৌসুম ম্যানচেস্টার সিটির খারাপ যাচ্ছে। কিছু সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, কেভিন ডি ব্রুইনি, ইল্কে গুন্দোগান, এদেরসন, কাইল ওয়াকারদের বাদ দিয়ে আগামী মৌসুমে নতুন করে শুরু করতে চান পেপ গার্দিওলা। নতুন করে দল সাজানোর পরিকল্পনায় এখনো রদ্রিগো তার পছন্দের তালিকায় আছেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত। সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR